ঘনবনজ

যতক্ষণ না স্বামীরা ফিরছে আমাদের বৈধব্য চলবে।
আমরা আজ সাজানো বিধবা। প্রথা আমাদের পূর্বপুরুষ।

ঘনবনজের ভেতরে গড়িয়ে যায় জিজ্ঞাসার লালা
যেখান থেকে কাজ শিখছে মাকড়শা
সে জালের এক কোণ থেকে বাঘ আসছে
বা বয়ামের ভেতরে পেকে উঠছে পদ্ম
আমরা সেটা শুনতে পেলাম না
শুধু শুনলাম স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারাভাষ্যকার
বুঝতে পারছে
সত্ত্বার বিলুপ্তপ্রায় শংকটগুলো
আমাদের ঘিরে ঘোরে সংবাদ
তার যে একটা মাধ্যম লাগে সে কিছু আশ্চর্য নয়
আওয়াজেরও তো লাগে আমাদের সমীপে পৌঁছতে
ঘুরপাকের সাথে সাথে কালিয়া ঘন হলো আর
লাট্টুর গায়ে আঁকা বৃত্তটা ক্রমশ মিলিয়ে যায়

খাদ্যের পণ্যের অনিশ্চয়তাই
আদমখোর রক্তের ভেতর ভাবনাকে আচমকা করে
অলিখিত শক্তি
একেকটা লাফ সাজায় আর একেকটা সঙ্কোচন
পাল্লার একদিকে আটানা অন্যদিকে সিকি
এক ভাষার বেড়া ভেঙে উঠোনে সে এলো রয়াল সাদা
গর্জালো
আর সমীকরণ চিহ্নে শাসন ক'রে গেলো সেই সমস্ত শব্দ

গত সোমবার সরকারী মধু-সংগ্রহ ঋতু শুরু হলো সুন্দরবনে। এবছর বাঘের আক্রমণ বাড়ার ভয় বাড়ছে। গহনবনের মধ্যমা থেকে মধু সংগ্রহ প্রক্রিয়ার বদল সামান্য। বদলায়নি মক্ষিও। যেমন আশা করা, ওরা ছুটিতে।

সব দ্বীপের অধিকাংশ লোকই হয় মৌলি, নয় কাঠুরে বা বুনোনদে কাঁকড়া শিকারি। বাঘ নিয়মিত - অত্যুত্তম ও বিপন্ন অবলোপী। বাধাই বিধি। বন্দুক বা অন্য অস্ত্রের জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। বনদপ্তরের নিজস্ব বন্দুক মাঝে মাঝে চলে, তাদের বন্দুকে ঘুম-পাড়ানি গুলি।

ক্ষমতা এক বিমূর্ত যার নোনামাটির মিশ্রণে গড়া বনবিবি
যে দেবীর ভূমিকায় নেমেও রাষ্ট্রযন্ত্র কেননা প্রতিরক্ষিনী
প্রকৃতি-মা
শ্বাপদ তার বাহন
ক্ষমতার কোমল দখলে
অভিজাত নিয়ন্ত্রণের অনায়াসে
খুব চঞ্চল একেকটা দিনও আচমকা
মেঘে ছেয়ে ছয়লাপ হ'য়ে
খুব উচ্ছৃঙ্খল সত্ত্বার হাতেও
আইসক্রিম ধরায়
আসে মনোযোগ
কাদা ঢলে গেলে আবার জল শীতল শান্ত
মনমরা বাঘের ওপর এখন দেবী
কুসুমপুজো নিচ্ছে এই মধুমাসে

স্থানীয় উপাত্তের কষ্টার্জিত। বাণিজ্য আর অর্থনীতির দ্বন্দ্বদ্বয়। এই জীবনের মুখোমুখি ওরা গুলি মার বাঘ। বাঘ এক নিয়তি আর বাজে টলে পড়েছে সিক্কোনা। অনিশ্চয়তার পদছাপ পড়ে। এদিকে মৌলি ঢোকে জঙ্গলে। স্ত্রী জানে। তার ফেরা লেখা আছে কি নেই সেই অজানা। সে মেনে নিতে শেখে। অনুশীলন। কল্পবিধবার।

নোয়া খুলে মুক্ত হয়ে খালিচরণে মউলিদের বৌ
শিল্পীর সাথী
তাদের সাময়িক বৈধব্যের ওজস্বিতা
জীবন ও শিল্পের পাতায় পাতায় পাখি রাখে
অথবা মুর্গিঘরের সেই বিধবা ফালি তুলে রাখছে
আর জ্ঞান
সেই জানে পেছনে কোথায় আছে পাখিধরা
আর গুণিন আছে

গত সোমবার ছিলো মধুমাসের লৌকিক শুরু। মৌলি-বউরা বনবিবির পুজো শুরু করেছে। হাজার হাজার পরিবার। সাজানো বৈধব্য, যতক্ষণ না স্বামী ফেরে তারা ; তারা নিরামিশাষি। সাবান নেই, তেল নেই, শিঁথিতে সিঁদুর নেই ; নোয়া খোলা, শাঁখা পলা খোলা, নগ্নচরণ শ্বেতশাড়ি।

শিল্পী জীবনরসিক এক প্রবণতার কাছে যদিও
অসহায় অক্ষম টানাটানির সংসার
বনপণ্যের ভেতর থেকেই উপচিকির্ষা তার
গাছে গাছে উঠে চাক ভাঙা নিচে মধুধরা
ফোঁটা পড়ে ফুটো পড়ে
গা কেঁপে ওঠে ফাঁপা অচেনা শব্দ
কাঠঠোকরা বের ক'রে আনে
ভাঙা নৌকোর খোল থেকে

'দিনে দুবার আমরা বিধবা সাজি, জল দিই মধু দিই বনবিবিকে। বনবিবিই ওদের বাঁচাবে।' জেমসপুরের যাটোর্ধা তরুবালা মন্ডল বললেন, 'অন্যবারের চেয়ে এ বার অনেক বাঘের হানা বেশি। প্রায়ই জঙ্গল থেকে গ্রামে ঢুকে পড়েছে। তাদের ডেরায় গিয়েছে ছেলেপুলেরা। মা বনবিবিই ওদের রক্ষা করবে।'

অভিযানে সাহসী শিকারিও নিপীড়ক

মৌমাছির স্বভাবে যে অন্ধ কবিতা
ঘানিটানা সুন্দরের অনর্গল জন্ম
মউলিদের আয়াসী কাজ তেমন না

১৫৩টি মৌলিদল, বনবিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বাঘ প্রকল্প অঞ্চল দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। ৫-৭ জনের ছোটো ছোটো দলে সাকুল্যে প্রায় ১১২০ জন মৌলি। সবুজ ও গহিনের মানুষ। শিকার বনা মানুষ। শিকার বনে যাওয়া শিকারি। তার প্রেষণ! পরিত্যক্ত চাক থেকে মধু সংগ্রহ করা। মধু সংগ্রহ করার জন্য তাদের দু সপ্তাহ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সংগৃহীত মধু ও মোম মৌলিদের থেকে সরকারী হারে কিনে নেবে বনদপ্তর।

তবু কাজের পরিবেশ বড়ো
যেখানে বাঘের ওপর দিয়ে ওড়ে মৌমাছি
মউলি-বৌদের সাদা শাড়ি খালি শিঁথি
মাছ না-ছোঁয়া প্রহর পেরোনো রজস্
মুক্ত বলেই মিশ্রলিপির চাহিদায় চঞ্চল
ক্লোন করা শিল্পেরও
শিকারি ঘুরে ফিরে এসে শিকার হয়ে যায়
এত গায়ে গায়ে পড়া সব বৃত্ত সম্পর্কে বৃত্তি নেই

সন্ত্রাসকে হারানোর যে যার নিজের নিয়ম। কারো বিশ্বাস কুসংস্কারে, ভুডুতে, কেউ বনবিবিকে ডাকে, কেউ মানে গুণিন বা ওঝা। কেউ যাদুবিদ্যায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুখোশ আমরা মৌলিদের দিই। সযত্নে আঁকা রক্তাক্ত মুখের মুখোশ। বাঘকে তাড়ায়। ওরা যেন সবসময় প'রে থাকে। মুখোশের থিকা বড়ো অস্ত্র নাই।

যারা বোরখা পরে তারা বুঝবে
পৃথিবী তার আবহাওয়া নিজের তাও ধরতে পারে না
সবসময়
কে জানে এসব বনদপ্তর জানে কিনা তারা মাপে দেখে
নিয়ামকের কানুনকে আমরা সর্বদা সুস্থই মানি

যে মুখোশ মউলিরা পায় তার রক্তাক্ত মুখ
বাঘমনে কেন প্রাণভয় দেবে
সে যতোটা সমাজ মনস্তত্ত্ব
ততোটাই মুখোশশিল্পীর ষোলোয়ানা

আনন্দবাজার পত্রিকার খবর

১ বৈশাখ ১৪১৭ বৃহস্পতিবার ১৫ এপ্রিল ২০১০

সু ন্দরবনে শুরু মধু সংগ্রহের অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা ✧ গোসাবা

মধু র খোঁ জে ।

সু ন্দরবনের জঙ্গলে সরকারি মধু সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়েছে গত সোমবার থেকে। গভীর জঙ্গলে মধু আনতে গিয়ে বাঘের মু খোমু খি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এমনকী মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। সু ন্দরবনের মানু ষের জীবিকার সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। কারণ বেশিরভাগ মানু ষই জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে, জঙ্গল সংলগ্ন নদীতে কাঁ কড়া ধরতে, জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যান। আর সেই কারণে বাঘের আক্রমণে মৃ তু ্যর ঘটনাও ঘটে। কিন্তু বেঁ চে থাকার তাগিদে এই বিপদও গা সওয়া হয়ে গিয়েছে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির মানু ষের। ঘরে মানু ষটি জঙ্গলে গেলে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ তা জানেন ঘরনি। আর তাই কোনও পরিবারের কর্তা জঙ্গলে গেলে কর্ত্রী মানসিক ভাবে শুরু দেন বৈধব্য পালন।

.....

বন দফতর সূ ত্রে জানানো হয়েছে, এ বার দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনবিভাগ এবং ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় মোট ১৫৩ টি মউলির দল মধু সংগ্রহ অভিযানে গিয়েছে। কোনও দলে পাঁ চ জন কোনও দলে ৭ জন এই ভাবে মোট ১ হাজার ১২০ জন জঙ্গলে গিয়েছেন। পনেরো দিন ধরে তাঁ দের মধু সংগ্রহের অনু মতি দেওয়া হয়েছে। পরে সসংগৃ হীত মধু ও মোম সরকারি মূ ল্যে ককিনে নেবে বন দফতর। সু ন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সহকারী অধিকর্তা অঞ্জন গুহ-সহ একটি পর্য বেক্ষক দল নদীতে রয়েছেন। তিনি জানান, ওঝা-গুনিন। দেব-দেবীর উপরে বিশ্বাস রেখে যে যাঁ র সংস্কার পালন করেছেন। তবু ও বনে ঢোকার আগে মউলিদের বাঘের আক্রমণ এড়াতে মু খোশ দেওয়া হয়েছে। তা তাঁ দের অবশ্যই ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

—জয়দেব দাস

ভাবনা-স্কিমা

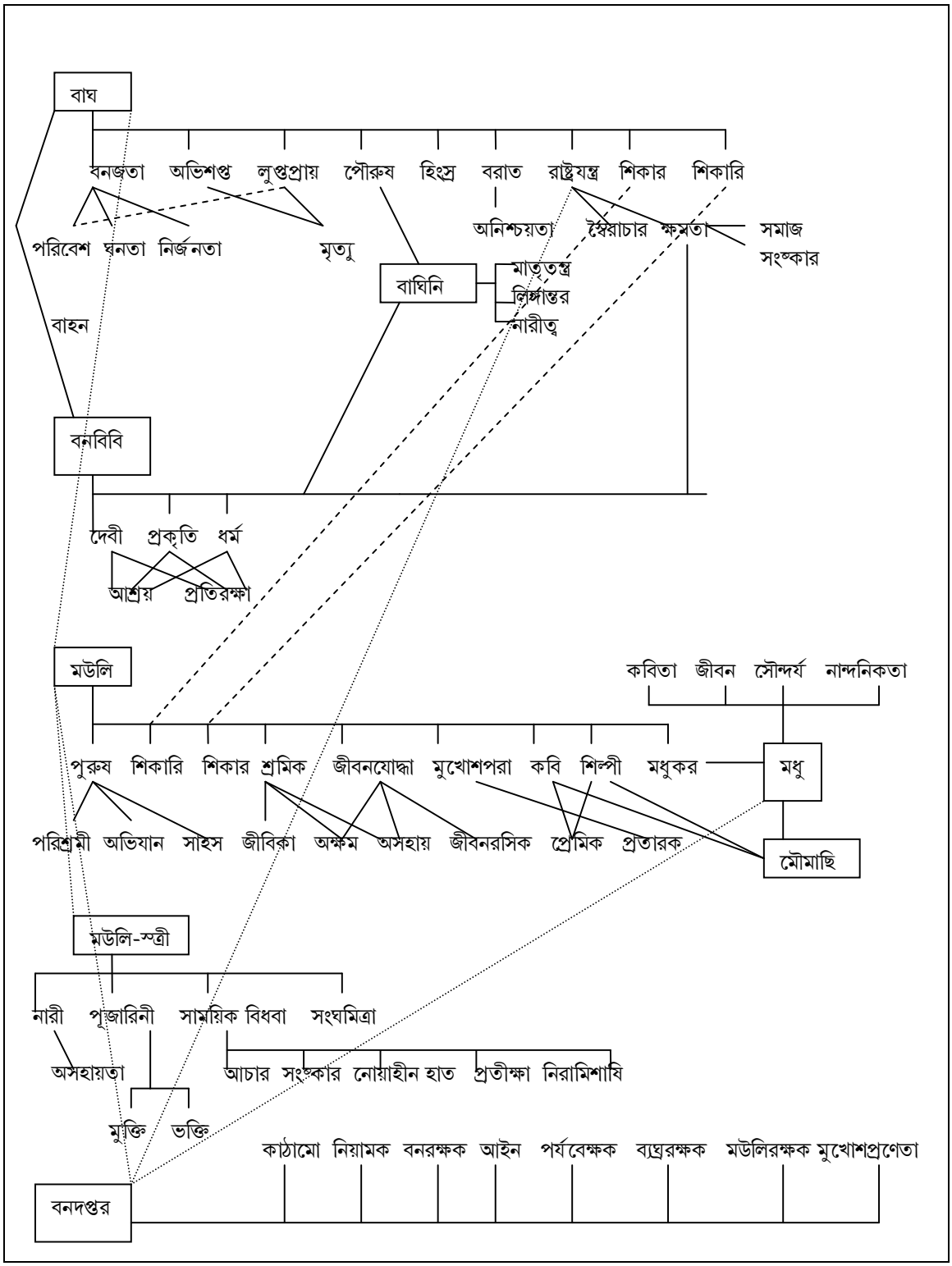
বাঘ
বনজতা
অভিশপ্ত
লুপ্তপ্রায়
পৌরুষ
হিংস্র
বরাত
রাষ্ট্রযন্ত্র
শিকার
শিকারি
পরিবেশ
ঘনতা
নির্জনতা
মৃত্যু
অনিশ্চয়তা
স্বৈরাচার
ক্ষমতা
সমাজ
সংস্কার
বাঘিনি
মাতৃতন্ত্র
লিঙ্গান্তর
নারীত্ব
বাহন
বনবিবি
দেবী
প্রকৃতি
ধর্ম
আশ্রয়
প্রতিরক্ষা
মউলি
কবিতা
জীবন
সৌন্দর্য
নান্দনিকতা
পুরুষ
শিকারি
শিকার
শ্রমিক
জীবনযোদ্ধা
মুখোশপরা
কবি
শিল্পী
মধুকর
মধু
পরিশ্রমী
অভিযান
সাহস
জীবিকা
অক্ষম
অসহায়
জীবনরসিক
প্রেমিক
প্রতারক
মৌমাছি
মউলি-স্ত্রী
নারী
পূজারিনী
সাময়িক বিধবা
সংঘমিত্রা
অসহায়তা
আচার
সংস্কার
নোয়াহীন হাত
প্রতীক্ষা
নিরামিশাষি
মুক্তি
ভক্তি
কাঠামো
নিয়ামক
বনরক্ষক
আইন
পর্যবেক্ষক
ব্যঘ্ররক্ষক
মউলিরক্ষক
মুখোশপ্রণেতা
বনদপ্তর